খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ধারা ২৫(ক)(২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায় : জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান : শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ : ২৫/০৩/২০২৫ খ্রি:, মঙ্গলবার, বেলা ১১-০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কেসিসি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১	জনাব আবু সালেহ পাটওয়ারী	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১
২	জনাব আজিজুন নাহার বেলা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২
৩	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	৩
৪	জনাব মোঃ আলমগীর কবির বিশ্বাস	নিরাপত্তা সুপারভাইজার	৪
৫	জনাব গাজী সালাউদ্দীন	এস্টেট অফিসার	৫
৬	জনাব গাজী সালাউদ্দীন	এস্টেট অফিসার	৬
৭	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭
৮	জনাব উজ্জল কুমার সাহা	ষ্টোর সুপার	৮
৯	জনাব এফ এম ফয়সাল	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৯

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	ওয়ার্ড নম্বর
১০	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০
১১	জনাব আসমাউল হুসনা	ড্রাফটসম্যান	১১
১২	জনাব মো: জিয়াউর রহমান	সহকারী কঞ্জারভেন্সি অফিসার	১২
১৩	মিসেস কাজল রানী দাস	এষ্টিমেটর	১৩
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার	১৪
১৫	জনাব মোঃ আব্দুল মাজেদ মোল্লা	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৫
১৬	জনাব আবির-উল-জববার	চীফ প্লানিং অফিসার	১৬
১৭	ডাঃ শরীফ শাম্মী উল ইসলাম	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)	১৭
১৮	জনাব রেজবিনা খানম	আর্কিটেক্ট	১৮
১৯	জনাব মোঃ নাজমুল হক	সুপারিনটেনডেন্ট (এ্যাসেসমেন্ট)	১৯
২০	জনাব সেলিমুল আজাদ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২০
২১	জনাব মুহ: ইমরান হোসেন	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট)	২১
২২	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২
২৩	ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস	ভেটেরিনারি সার্জন	২৩
২৪	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	কঞ্জারভেন্সি অফিসার	২৪
২৫	জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান	রাজস্ব কর্মকর্তা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার	২৫
২৬	জ. াব মো: মিজানুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৬
২৭	জনাব অমিত কান্তি ঘোষ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৭
২৮	জনাব এস,এম আব্দুল ওয়াদুদ	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব)	২৮
২৯	জনাব শেখ হাফিজুর রহমান	চীফ এ্যাসেসর	২৯
৩০	জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০
৩১	জনাব শেখ শফিকুল হাসান	বাজার সুপার	৩১

সভায় উপস্থিত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ :

১	অতিরিক্ত/যুগ্মকমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে
২	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	৭	তত্ত্বাবধায়ক/ নির্বাহী প্রকৌশলী জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা
৩	সদস্য, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	৮	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর, খুলনা
৪	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা জেলা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	৯	প্রতিনিধি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), খুলনা
৫	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) খুলনা এর পক্ষে	১০	উপপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা

সভার শুরুতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **প্রশাসক** উপস্থিত সকলকে সালাম ও স্বাগত জানিয়ে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত:পর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ। (উক্ত কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে গৃহীত সিদ্ধান্তে ইউএনডিপি'র ৭৫ জনের স্থলে জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮+২৫=৫৩ জনের বিষয়ে সংশোধন)।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি**, উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে অলোচনা অংশে (১১ পৃষ্ঠায়) প্রশাসনিক কর্মকর্তার বক্তব্যে ইউএনডিপি'র ৭৫ জন স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮ জন কো-অর্ডিনেটরদের আত্মীকরণ করার পরেও পরবর্তীতে তাদের বেতন-ভাতা কেসিসি থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের নো-ওয়ার্ক-নো-পে ভিত্তিতে ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩জন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করে রায় প্রাপ্ত হয়, যা বর্তমানে মহামান্য আপিল বিভাগে শুনানীর অপেক্ষায় আছে" কথাটি সংশোধন হবে। এ ছাড়া সিদ্ধান্তে "ইউএনডিপি'র ৭৫ জনের বিষয়ে আদালতের রায় সম্পর্কে কথাটির স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র স্কেলভুক্ত ২৮ জন কো-অর্ডিনেটর ও নো-ওয়ার্ক-নো-পে হিসেবে কর্মরত ২৫ জনসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩ জনের বিষয় আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটি সংশোধন হবে। উক্ত কার্যবিবরণী সম্পর্কে উপস্থিত আর কারো কোন বক্তব্য না থাকায় গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে উল্লিখিত আলোচনা অংশে এবং সিদ্ধান্তে সংশোধন পূর্বক ১ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত/দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ৩১/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১ম সভার কার্যবিবরণীর ৬নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে আলোচনা অংশে (১১ পৃষ্ঠায়) প্রশাসনিক কর্মকর্তার বক্তব্যে 'ইউএনডিপি'র ৭৫ জন' স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র ২৮ জন কো-অর্ডিনেটরদের আত্মীকরণ করার পরেও পরবর্তীতে তাদের বেতন-ভাতা কেসিসি থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের নো-ওয়ার্ক-নো-পে ভিত্তিতে ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট (২৮+২৫)= ৫৩জন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্ট রীট মামলা দায়ের করে রায় প্রাপ্ত হয়, যা বর্তমানে মহামান্য আপিল বিভাগে শুনানীর অপেক্ষায় আছে" কথাটি সংশোধন এবং সিদ্ধান্তে "ইউএনডিপির ৭৫ জনের বিষয়ে আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটির স্থলে "জিওবি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট ইউডিসি'র স্কেলভুক্ত ২৮ জন কো-অর্ডিনেটর ও নো-ওয়ার্ক-নো-পে হিসেবে কর্মরত ২৫ জনসহ মোট (২৮+২৫)=৫৩ জনের বিষয় আদালতের রায় সম্পর্কে" কথাটি সংশোধন পূর্বক আলোচ্য কার্যবিবরণী নিশ্চিত/ দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। GIZ কর্তৃক অর্থায়নে LICA প্রকল্পের জলাশয় সংরক্ষণের জন্য Landscaping ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, GIZ কর্তৃক অর্থায়নে LICA প্রকল্পের জলাশয় সংরক্ষণের জন্য Landscaping ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন হওয়ায় এ আলোচ্যসূচির বিষয়টি অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে GIZ কর্তৃক অর্থায়নে LICA প্রকল্পের জলাশয় সংরক্ষণের জন্য Landscaping ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণে প্রশাসনিক অনুমোদন হওয়ায় অনুমোদিত বিষয়টি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
৩। কেসিসি উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিসিপ্লিনকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিসিপ্লিনকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি কে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানান। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** বলেন, যখন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয় তখন DPP প্রস্তুত করার সময় Feasibility study, EIA, GIS mapping এবং প্রজেক্ট যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন Survey mapping ও EIA প্রয়োজন হয়। এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো কেসিসিতে নাই। এখানে Expert ও Equipment না থাকার কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুয়েট ও খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিভিন্ন ডিসিপ্লিন-কে জড়িত করে এই কাজগুলো করা হয়। বাইরে থেকে করতে গেলে কনসালট্যান্সি ফার্ম-কে বেশি টাকা দিতে হয়ে, তার থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে DPM-এ এই কাজগুলো করা যায়। এইগুলো DPP প্রণয়নের সময় এখানে দরকার, তা না হলে পূর্ণাঙ্গ DPP হয় না। যেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র ২০২২ অনুযায়ী এ কার্যক্রম নিতে হবে, সেহেতু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত কল্পে Feasibility study, EIA, GIS mapping ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিসিপ্লিনকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৪। আলুতলা স্লুইচগেট ও লবনচরা স্লুইচগেট, পাম্প হাউজ নির্মাণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে MOU বিষয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** আলুতলা স্লুইচগেট ও লবণচরা স্লুইচ গেট নির্মাণ এবং লবণচরাতে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য নতুন একটা পাম্প হাউজ স্থাপন করতে হবে। ঐ স্লুইচ গেট দুইটি বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের তৈরি করা। তারা বলেছে স্লুইচ গেট দুইটি ভাঙ্গা যাবে না, তবে মেরামত করা যাবে। ঐ প্রজেক্টে পাম্প হাউজও ধরা আছে। ঢাকা হেড অফিসে তাদের সাথে বৈঠক হয়েছে। দাতা সংস্থা জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং কেসিসি ও ওয়াটার বোর্ডের সাথে যৌথ বৈঠক হয়েছে। তারা প্রাথমিকভাবে MOU সাবমিট করেছে, অনুমোদন নিতে হবে। তাদের স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে হবে। প্রয়োজনে বড় করতে হলে ঐ স্লুইচ গেটের পাশে নতুন স্ট্রাকচার করা যাবে। জায়গাটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিধায় তাদের সাথে একটা MOU করা প্রয়োজন। MOU ছাড়া উক্ত প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী কেসিসি** বলেন, স্লুইচ গেট দুইটির জায়গা ওয়াটার ডেভলপমেন্ট বোর্ডের বিধায় তাদের সাথে কেসিসি'র MOU ছাড়া জার্মান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করবে না। এজন্য MOU না করলে হবে না। **প্রশাসক** বলেন, কেসিসি'র স্বার্থে উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আলুতলা স্লুইচগেট এবং লবনচরা স্লুইচগেট ও পাম্প হাউজ নির্মাণে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। Water as leverage Natural drainage system for Khulna City শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে Loan নেয়ার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** Water as leverage Natural drainage system for Khulna City শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে Loan নেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, Water as leverage Natural drainage system for Khulna City'র ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কমপ্লিট এবং এটি ১৩০১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের ৫০% অনুদান হিসাবে ৬৫০ কোটি টাকা দিবে নেদার ল্যান্ডস সরকার। এর ভিতরে জিওবি ফায়ন্যান্স বাংলাদেশ সরকার ট্যাক্স, ভ্যাট ও ল্যান্ড এ্যাকুইজেশন এবং রি-সেটেলমেন্ট বাবদ ২১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিবে। এখন বাকি রয়েছে প্রজেক্ট লোন। প্রজেক্ট লোন নিতে হবে ৪৩২ কোটি টাকা। বিভিন্ন ডোনার এজেন্সির সাথে ৪৩২ কোটি টাকার লোন নেওয়ার জন্য বাই-লেটারাল আলাপ করা হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই লোন দিতে রাজি হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) এর সাথে কেসিসি'র ক্রসপনডেস করা রয়েছে। আগামী ০৬ই এপ্রিল এই লোনের বিষয়ে মিটিং করা হবে। উক্ত লোন দুই রকমের হতে পারে, প্রথমতঃ বাংলাদেশ সরকার সরাসরি লোন নিতে পারে অথবা কেসিসি লোন নিবে। যদি বাংলাদেশ সরকার লোন নেয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সরকার যদি লোন না নেয় অথবা কেসিসিকে বলা হয় যে, তাদেরকে লোনের অর্থ পরিশোধ করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, কেসিসি লোন নিতে পারবে, তবে এত অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ নেই। **প্রশাসক** বলেন, ৪৩২ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার লোন নিবে, আর কেসিসি এই অধিক টাকার লোন নেয়ার ঝুঁকি নিবে না, যা উপস্থিত সকলেও একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "Water as leverage Natural drainage system for Khulna City" শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রণয়নের ক্ষেত্রে ৪৩২(চারশত বত্রিশ কোটি) টাকা লোন নেয়ার ঝুঁকি কেসিসি গ্রহণ করবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৬। কেসিসি মালিকানাধীন মিস্ত্রীপাড়া বাজারের মাছ পট্টির ১৪টি দোকান বরাদ্দের লক্ষ্যে আহত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির আলোকে প্রাপ্ত দরপত্রের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রদানের পর উক্ত দরপত্রের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ ও দোকানগুলো পুন: বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** কেসিসি মালিকানাধীন মিস্ত্রীপাড়া বাজারের মাছ পট্টির ১৪টি দোকান বরাদ্দের লক্ষ্যে আহত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির আলোকে প্রাপ্ত দরপত্রের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রদানের পর উক্ত দরপত্রের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ ও দোকানগুলো পুনঃবরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এস্টেট অফিসার বলার অনুরোধ জানান। **জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার কেসিসি** বলেন, মিস্ত্রীপাড়া বাজারের ১৪টি দোকান বরাদ্দের লক্ষ্যে গত ২৬/০৫/২০২৪ খ্রি: তারিখ আবেদন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল। প্রাপ্ত দরপত্রে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১০/০৬/২০২৪ খ্রি: তারিখ দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মিস্ত্রীপাড়া বাজারে ১৪টি দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতাদের অনুকূলে ১৫/০৭/২০২৪ খ্রি: তারিখের সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়। অতঃপর সকল বরাদ্দ গ্রহীতা সমুদয় সেলামি ও সেলামি মূল্যের উপর প্রযোজ্য ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিল করেছেন। ইতোবৎসরে ঐ বাজার সংলগ্ন কতিপয় ব্যক্তি টেন্ডারের বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করায় চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের প্রদান প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও ১৪ জন আবেদনকারী উক্ত দোকানসমূহ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেলামির ৫০% অর্থ পে-অর্ডার সংযুক্ত করে দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিল করেছেন। তাদের আবেদনের বিষয়বস্তু হলো পুরাতন আবেদনকারীদের তুলনায় নতুন আবেদনকারীদের প্রস্তাবিত সেলামি পুনঃবিবেচনা করে এই সভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এই এজেন্ডার উদ্ভব হয়েছে। কিছু সুবিধাবাদী লোকদের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় রাখার কারণে গত ২৬/০৫/২০২৪ খ্রি: তারিখের মধ্যে ঐ বাজারের প্রকৃত ব্যবসায়ীগণ আবেদন দাখিল করতে পারে নাই এবং এই বিষয়ে পরবর্তীতে কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং CRO বরাবরে সেলামির ৫০% টাকা পে-অর্ডার সংযুক্ত করে লিখিত আবেদন দাখিল করেছেন এবং মৌখিক অভিযোগও করেছেন। পূর্বের দরপত্রের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ ও দোকানগুলোর পুনঃবরাদ্দের জন্য তারা আবেদন করেছে। তাদের আবেদনগুলো পুনঃ বিবেচনা করার জন্য তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। **জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি বলেন,** মিস্ত্রী পাড়া বাজারের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ভাই তখনকার সময়ে সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ায় তার প্রভাব খাটিয়ে ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয় স্বজনের নামে উল্লিখিত দোকানগুলোর সাময়িক বরাদ্দ নিয়েছে। এটা কেন হলো সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

আলোচনা
জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, মূলতঃ সিটি কর্পোরেশনের মিস্ত্রীপাড়া বাজারের ১৪টি দোকান বরাদ্দের বিষয়ে কেসিসির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগের টেন্ডার বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে টেন্ডার আহবান করার পক্ষে মতব্যক্ত করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি** বলেন, সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তরা নিয়মিত বিধি অনুযায়ী টাকা জমা দিয়েছে। তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া হয় নাই, এ বিষয়টিও মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** বলেন, বর্ণিত দোকানগুলোর বরাদ্দ বিষয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ফেসভেলুর চেয়ে সেলামি মূল্য বেশি ছিল। পূর্বে বরাদ্দ প্রাপ্তদের চিঠি দিয়ে টাকা জমা নেয়া হয়েছে। তাই উক্ত দোকানগুলো বরাদ্দ বিষয়ে গাইড লাইন এর সাথে এ বিষয়টি সাংঘর্ষিক কিনা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব অমিত কান্তি ঘোষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং ২৭** বলেন, ঐ বাজারের ভিতর একটা ঘূর্ণন আছে, এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। এটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত দরকার। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, কেসিসি'র রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই পরিষদ যদি উক্ত দোকানগুলো বরাদ্দের লক্ষ্যে পুনঃবিবেচনা করে তবে ভালো হয়। আগে যারা দরখাস্ত করেছে তাদের তুলনায় যেহেতু সেলামি মূল্য বাড়বে এবং সেলামির ৫০% বিডি ও ভ্যাট বাড়বে, সেহেতু পুরাতন আবেদনকারীদের আবেদন বাতিল পূর্বক সকলকেই নতুনভাবে আবেদন করতে হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
প্রশাসক বলেন, মিস্ত্রীপাড়া বাজারের ১৪টি দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে দরপত্রের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকের বাধার কারণে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা টেন্ডারে অংশগ্রহণ কতে পারে নাই। তাই তাদের আবেদন বিবেচনা করে ও কেসিসির স্বচ্ছতা বজায় রাখার নিমিত্তে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বের সব আবেদন/টেন্ডার ও সাময়িক বরাদ্দ পত্র বাতিল করা যেতে পারে এবং উক্ত দোকানগুলো বরাদ্দের লক্ষ্যে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে টেন্ডার আহবান করার অভিমত ব্যক্ত করেন। আগে যারা আবেদন করেছিল তাদেরকেও নতুনভাবে আবেদন করতে হবে। তিনি ঐ দোকানগুলোর বরাদ্দ বিষয়ে যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করার অভিমত ব্যক্ত করেনঃ **কমিটি:** (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি- আহবায়ক (২) জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার, কেসিসি- সদস্য (৩) জনাব শেখ শফিকুল হাসান, বাজার সুপার, কেসিসি- সদস্য	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি মালিকানাধীন মিস্ত্রীপাড়া বাজারের মাছ পট্টির ১৪টি দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে দরপত্রের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকেরা প্রকৃত ব্যবসায়ীদের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ায় কারণে তাদের আবেদন বিবেচনা করে ও কেসিসির স্বচ্ছতা বজায় রাখার নিমিত্তে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্বের সকল আবেদন/টেন্ডার ও সাময়িক বরাদ্দপত্র বাতিল করতঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবেদন/টেন্ডার আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত দোকানগুলো বরাদ্দের বিষয়ে যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি- আহবায়ক (২) জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার, কেসিসি- সদস্য (৩) জনাব শেখ শফিকুল হাসান, বাজার সুপার, কেসিসি- সদস্য	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৭। খুলনা ডাক বাংলোর মোড়ে কেসিসি'র জায়গার অস্থায়ী বন্দোবস্ত নবায়নের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব গাজী সালাউদ্দীন, এস্টেট অফিসার, কেসিসি** বলেন, খুলনা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ডাক বাংলো এলাকায় কেসিসি মালিকানাধীন ১৮ শতক জমি এবং খুলনা জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ২৯ শতক জমি মোট ৪৭ শতক জমি অতীতে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর. এস জরীপ চলাকালে সম্পূর্ণ জায়গাটি জেলা পরিষদের নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। বিষয়টি গোচরীভূত হওয়ার পর কেসিসি'র অংশের মালিকানা সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৮৯১/২০১৫ নং মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সোলেনামার স্কেচ ম্যাপের ভিত্তিতে কেসিসি পক্ষে উক্ত মামলার রায় হয়। জায়গাটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ইতোপূর্বে উক্ত স্থানে উভয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে প্রকল্প আকারে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু জেলা পরিষদের একগুয়েমী/খামখেয়ালীর কারণে প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে যায়। অপরদিকে জেলা পরিষদ এককভাবে সম্পূর্ণ জায়গা দখলে রেখে প্রাচীন ডাক বাংলোর জায়গায় নুতন করে দোকান নির্মাণ করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। অবশেষে জেলা পরিষদের সাথে সমঝোতা হওয়ায় ২০২৪ সালে কেসিসি ও জেলা পরিষদ স্ব স্ব মালিকানাধীন জায়গা পৃথকভাবে ব্যবহার শুরু করে। তাৎক্ষনিকভাবে কেসিসি'র অংশে বিদ্যামান ৫১ টি প্লট/দোকান জেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত ব্যবসায়ীদের নিকট মাসিক ভাড়া প্রতি ব.ফু ৯/- (নয়) টাকা হিসেবে একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্তের প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৪৪টি ঘরের বিপরীতে ডিসেম্বর ২৪ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ আছে। একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্তের মেয়াদ ৩১/১২/২০২৪ খ্রি: তারিখ শেষ হয়েছে। ৪৪ জন ব্যবসায়ী তাদের বন্দোবস্তের মেয়াদ নবায়নের জন্য আবেদন করেছেন। অপরদিকে ০৭টি ঘরের বিপরীতে ভাড়া বকেয়া আছে এবং তারা নবায়নের জন্য কোন আবেদন করেনি। এ বিষয়ে তার মূল বক্তব্য হলো খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১৮ শতক জমি আলাদা একটি অংশ এবং এই অংশের জমি ৩৪৪ জন ব্যবসায়ী কেসিসি থেকে কোন অনুমতি না নিয়ে ৯ (নয়) টাকা বর্গফুট হিসেবে ভাড়া হিসেবে ব্যবসা করছে। সেটুকুও জেলা পরিষদ কর্তৃক ভাড়া নির্ধারণ করা ছিল। এই রেট দুই যুগ আগে নির্ধারণ ছিল। পরবর্তী কালে আশে-পাশের জায়গার ভাড়ার রেট যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে সর্বনিম্ন ভাড়ার রেট ৩০ টাকা বর্গফুট হিসেবে চলে। তাই এ বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে তদন্ত রিপোর্টে পেশ করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি উক্ত ১৮ শতক জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে কেসিসি'র মালিকানা শর্ত মেনে নিয়ে ব্যবসায়ীরা আবেদন করবে এবং তাদেরকে ভাড়া দেয়া যাবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি বলেন, চূড়ান্তভাবে উক্ত স্থানে কেসিসি'র ১৮ শতক জায়গার মালিকানা জেলা পরিষদ মেনে নিয়েছে। তবে কেসিসি'র নামে ঐ জায়গার মিউটেশন হতে বাকি আছে। উক্ত মিউটেশন হয়ে গেলে ভবন নির্মাণ ও বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তবে মিউটেশনের আগে ভাড়া নির্ধারণের জন্য যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। **প্রশাসক** বলেন, ডাক-বাংলোর স্থলে ১৮ শতক জায়গা কেসিসি'র নামে মিউটেশন হয়ে গেলে উক্ত জায়গায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত নবায়নের বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে বর্তমানে ভাড়া নির্ধারনে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা-কে সভাপতি, নির্বাহী প্রকৌশলীকে সদস্য সচিব এবং এস্টেট অফিসার ও বাজার সুপারকে সদস্য করে যাচাই-বাছাই কমিটি গঠনের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা ডাক বাংলোর স্থলে কেসিসির ১৮ (আঠার) শতক জায়গা মিউটেশন হয়ে গেলে ভবন নির্মাণ ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত নবায়নের বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং বর্তমানে ভাড়া নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি- সভাপতি (২) এস্টেট অফিসার, কেসিসি- সদস্য (৩) বাজার সুপার, কেসিসি- সদস্য (৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, কেসিসি সদস্য সচিব	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। ক্লে রোডের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের (ডাক বাংলো মোড় হতে হগলী বেকারী মোড় পর্যন্ত অংশে) একতলা ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** ক্লে রোডের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের (ডাক বাংলো মোড় হতে হগলী বেকারী মোড় পর্যন্ত অংশে) একতলা ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বর্ণিত একতলা ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়টি প্রশাসক মহোদয়ের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ক্লে রোডের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের (ডাক বাংলো মোড় হতে হগলী বেকারী মোড় পর্যন্ত অংশে) একতলা ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	পূর্ত বিভাগ
৯। পাওয়ার হাইজ মোড়স্থ ক্লে-ট্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের সিঁড়ি সংলগ্নে ২য় তলার ফাঁকা জায়গায় দু'টি দোকান নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, পাওয়ার হাইজ মোড়স্থ ক্লে-ট্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের সিঁড়ি সংলগ্নে ২য় তলার ফাঁকা জায়গায় দু'টি দোকান নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং বলেন, উক্ত দুটি দোকান নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়টি প্রশাসক মহোদয়ের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পাওয়ার হাইজ মোড়স্থ ক্লে-ট্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেটের সিঁড়ি সংলগ্নে ২য় তলার ফাঁকা জায়গায় দু'টি দোকান নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কেসিসির প্রশাসকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১০। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়কে এক্স সিরামিক্স লিঃ এর ১০০ (একশত) পিচ টি-সাইন স্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়কে এক্স সিরামিক্স লিঃ এর ১০০(একশত) পিচ টি-সাইন স্থাপন বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলার অনুরোধ করেন। **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি** বলেন, এক্স সিরামিক্স লিঃ নামক একটি প্রতিষ্ঠান খুলনা সিটির বিভিন্ন সড়কে টি-সাইন স্থাপন করে অর্ধেক অংশে ট্রাফিক সচেতনতা ও দিক নির্দেশনামূলক বাণী প্রচার করবে। যেমন বিশেষ করে গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে গাড়ী পার্কিং নিষেধ, অকারণে হর্ণ বাজাবেন না, গাড়ী ধীরে চালান, আপনার শহর পরিষ্কার রাখুন, ট্রাফিক আইন মেনে চলুন ইত্যাদি সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনের অংশ অর্থাৎ প্রতিটি টি-সাইনের ২'×২'=৪ বর্গফুট বাদ দিয়ে বাকি অর্ধেক (৪ বর্গফুট) বিজ্ঞাপন কর ধার্য্যের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন করেন। তিনি আরোও বলেন, সিটি কর্পোরেশনের কর বিধি ২০১৬ তে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার কর বাদ দেওয়ার আইনগত কোন সুযোগ নেই, আবেদনকারীর আবেদনের পূর্ণ বিজ্ঞাপন (অনালোকিত) ১৬,০০০ বর্গফুটের নির্ধারিত বিজ্ঞাপন করসহ ১৫% ভ্যাট জমা প্রদান সাপেক্ষে আবেদনকারীর অনুকূলে বিজ্ঞাপন অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারে স্থান নির্ধারণে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও কেসিসির পূর্ত বিভাগের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপনের বাকি অর্ধেক অংশে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রচার করতে আগ্রহী। বিধিতে আছে, বিজ্ঞাপন কর প্রতি বর্গফুট ১৫০ টাকা। এক্স সিরামিক লিঃ চেয়েছিল সচেতনামূলক অংশের টাকা বাদ দিয়ে বাকি অর্ধেক অংশের অর্থাৎ ৪ বর্গফুটের বিজ্ঞাপন কর দিবে। কিন্তু কেসিসির পক্ষ থেকে টি-সাইনের সম্পূর্ণ অংশের অর্থাৎ ৮ বর্গফুট এর বিজ্ঞাপন কর চাওয়া হয়েছে। তাতে বছরে কেসিসি ৩,৪০,০০০/- (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা রাজস্ব পাবে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** বলেন, কেসিসি'র পূর্ত বিভাগের প্রতিনিধিসহ এক্স সিরামিক্স লিঃ এর প্রতিনিধির সাথে ডিসি (ট্রাফিক) এর প্রতিনিধি থাকবে, তারা যৌথভাবে মিলে টি-সাইন স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করে তালিকা তৈরি করবে। যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়। **জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান, কঞ্জারভেন্সি অফিসার, কেসিসি** বলেন, এক্স সিরামিক্স লি: এর যে আবেদনটি দেয়া আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৮ বর্গফুট বিজ্ঞাপন অনালোকিত হবে। কিন্তু সংযুক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে আলোকিতই হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, নমুনা হিসেবে ২/১টা টি-সাইন রাস্তায় লাগানো হয়েছে। এটা রিফ্লেকটিভ স্টীকার টাইপের লাগানো এবং তাতে আলো পড়লে জ্বলে। এ বিষয়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি** বলেন, টি-সাইন স্থাপনের লক্ষ্যে জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিউটিফিকেশনের আওতায় অনেক কোম্পানীকে আইল্যান্ড দেওয়া আছে, এটাও বিবেচনা করা যেতে পারে। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** কেসিসি বলেন, এক্স সিরামিক্স লিঃ এর সাথে কেসিসি'র প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি এবং ডিসি (ট্রফিক) এর প্রতিনিধিসহ খুলনা শহরের বিভিন্ন সড়কে টি-সাইন স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের তালিকা তৈরি করা হবে। **প্রশাসক** এবং উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে এক্স সিরামিক লিঃ এর সাথে কেসিসির প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি এবং ডিসি (ট্রাফিক) এর প্রতিনিধিসহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সড়কে টি-সাইন স্থাপনে সম্ভাব্য স্থান নির্ধারনের তালিকা তৈরি করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১১। বয়রা হাউজিং এস্টেট ডি ব্লকের ৬ ও ৭নং রোড লিংক রোডসহ উন্নয়ন কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ৩,০২,৪৯৫/-(তিন লক্ষ দুই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা অর্থাৎ (৪.৮৪%) অতিরিক্ত রিভাইস অনুমোদনের বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)** বয়রা হাউজিং এস্টেট ডি ব্লকের ৬ ও ৭ নং রোড লিংক রোডসহ উন্নয়ন কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ৩,০২,৪৯৫/- (তিন লক্ষ দুই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা অর্থাৎ (৪.৮৪%) অতিরিক্ত রিভাইস অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী** উক্ত প্রকল্পের কাজ বর্ধিত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ৩,০২,৪৯৫/-(তিন লক্ষ দুই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা অর্থাৎ ৪.৮৪% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বয়রা হাউজিং এস্টেট ডি ব্লকের ৬ ও ৭নং রোড লিংক রোডসহ উন্নয়ন কাজের জন্য কার্যাদেশ মূল্য অপেক্ষা ৩,০২,৪৯৫/- (তিন লক্ষ দুই হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা অর্থাৎ (৪.৮৪%) অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
১২। জাহিদুর রহমান সড়ক ড্রেনসহ মেরামত (শেরে বাংলা রোড় থেকে বাগমারা ঈদগাহ রোড ও মুসলমানপাড়া ক্রস রোড আংশিক) মেরামত কাজের জন্য ৮,৮৩,৫২৬/-(আট লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা অর্থাৎ ৮.৩১% রিভাইস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)** জাহিদুর রহমান সড়ক ড্রেনসহ মেরামত (শেরে বাংলা রোড় থেকে বাগমারা ঈদগাহ রোড ও মুসলমানপাড়া ক্রস রোড আংশিক) মেরামত কাজের জন্য ৮,৮৩,৫২৬/-(আট লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা অর্থাৎ ৮.৩১% রিভাইস করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী** বর্ণিত প্রকল্পের কাজ বর্ধিত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ৮,৮৩,৫২৬/-(আট লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা অর্থাৎ ৮.৩১% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জাহিদুর রহমান সড়ক ড্রেনসহ মেরামত (শেরে বাংলা রোড় থেকে বাগমারা ঈদগাহ রোড ও মুসলমানপাড়া ক্রস রোড আংশিক) মেরামত কাজের জন্য ৮,৮৩,৫২৬/- (আট লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা অর্থাৎ ৮.৩১% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৩। সোনাডাঙ্গা ৩য় আ/এ কাজের জন্য ২,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৫.২৬% রিভাইস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)** সোনাডাঙ্গা ৩য় আ/এ কাজের জন্য ২,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৫.২৬% রিভাইস করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** উল্লেখিত প্রকল্পের কাজ বর্ধিত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ২,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৫.২৬% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সোনাডাঙ্গা ৩য় আ/এ কাজের জন্য ২,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৫.২৬% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
১৪। হাজী ইসমাইল রোড উন্নয়ন (বসুপাড়া কবরখানা হতে মেটেপোল পর্যন্ত) কাজের জন্য ২০,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৯% রিভাইস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)** হাজী ইসমাইল রোড উন্নয়ন (বসুপাড়া কবরখানা হতে মেটেপোল পর্যন্ত) কাজের জন্য ২০,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৯% রিভাইস করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** উক্ত প্রকল্পের কাজ বর্ধিত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ২০,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৯% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে হাজী ইসমাইল রোড উন্নয়ন (বসুপাড়া কবরখানা হতে মেটেপোল পর্যন্ত) কাজের জন্য ২০,২৫,০০০/-(কুড়ি লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থাৎ ৯% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৫। লবনচরা গোরাখাল ড্রেন নির্মাণ (বান্দা বাজার হতে নদী পর্যন্ত) কাজের জন্য ২৩,৪২,৯৩৯/-(তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯% রিভাইস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)** লবনচরা গোরাখাল ড্রেন নির্মাণ (বান্দা বাজার হতে নদী পর্যন্ত) কাজের জন্য ২৩,৪২,৯৩৯/-(তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯% রিভাইস করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি বলেন** " খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় W-১৭৬ নং প্যাকেজের লবনচরা গোরাখাল ড্রেন নির্মাণ (বান্দা বাজার হতে নদী পর্যন্ত) প্রকল্পের কাজের এস্টিমেট করার সময় তৎকালীন মেয়র মহোদয়ের নির্দেশে বিদ্যমান আওয়ামীলীগ অফিসের জায়গা ২৩ মিটার বাদ রেখে ড্রেনের এস্টিমেট ও ডিজাইন করা হয়। সে অনুযায়ী উক্ত ২৩ মিটার জায়গা বাদ দিয়ে ড্রেনটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়; ফলে ড্রেনটি কেডিএ নির্মাণাধীন শিপইয়ার্ড রোডের ড্রেনের সাথে সংযোগ হয় না। বিগত ৫ই আগষ্ট এর গণঅভ্যুত্থানের পর বিষয়টি নিয়ে ছাত্র-জনতার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। খালের জায়গা দখল করে অবৈধ জায়গায় আওয়ামীলীগ অফিস নির্মাণ করা হয়েছিল বিধায় ছাত্র-জনতা অফিসটি ফেলেন এবং কেডিএ কর্তৃক নির্মিত ড্রেনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে গোরাখাল ড্রেনের সাথে সংযোগ করার দাবি করেন। যখন ড্রেনটির সার্ভে/ডিজাইন করা হয় তখন পার্শ্বস্থ রাস্তাটি নিচু ছিল। ফলে ঐ রাস্তার লেভেল অনুযায়ী ড্রেনটি উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে পার্শ্বস্থ রাস্তাটি নতুন করে নির্মাণ করা হলে রাস্তাটি উচ্চতা আগের থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে নির্মিত গোরাখাল ড্রেন ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করলে বর্তমান রাস্তার টপ থেকে প্রায় ০.৫০০ মিঃ নিচু হয়। উল্লিখিত কারণে যদি ডিজাইন উচ্চতা অনুসরণ করে ড্রেন নির্মাণ করা হয় তাহলে সংযোগ ড্রেন দিয়ে পানি অপসারণ বাঁধাগ্রস্থ হয়। এছাড়া রাস্তার টপ থেকে ০.৫০০ মিঃ নিচে ড্রেন ওয়াল থাকলে রাস্তার প্রটেকশন হবে না। সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিজাইন ও এস্টিমেট সংশোধন করা প্রয়োজন এবং সংশোধিত/বর্ধিত কাজের ব্যয় ২৩,৪২,৯৩৯/-(তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯% অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সে কারণে তিনি প্রকল্পের বর্ধিত কাজ বাবদ ২৩,৪২,৯৩৯/-(তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯% অতিরিক্ত ব্যয় সংশোধিত এস্টিমেট অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে লবনচরা গোরাখাল ড্রেন নির্মাণ (বান্দা বাজার হতে নদী পর্যন্ত) কাজের জন্য ২৩,৪২,৯৩৯/-(তেইশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা অর্থাৎ ১৪.৯৯% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
১৬। আইডিয়াল কলেজ রোড (মল্লিক সড়ক ও বাইলেনসমূহ) ড্রেনসহ উন্নয়ন কাজের জন্য ১৪,১৩,৮৮৭/-(চৌদ্দ লক্ষ তের হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ৯.৯৯% রিভাইস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ),** আইডিয়াল কলেজ রোড (মল্লিক সড়ক ও বাইলেনসমূহ) ড্রেনসহ উন্নয়ন কাজের জন্য ১৪,১৩,৮৮৭/-(চৌদ্দ লক্ষ তের হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ৯.৯৯% রিভাইস করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** উল্লিখিত প্রকল্পের কাজ বর্ধিত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪,১৩,৮৮৭/-(চৌদ্দ লক্ষ তের হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ৯.৯৯% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আইডিয়াল কলেজ রোড (মল্লিক সড়ক ও বাইলেনসমূহ) ড্রেনসহ উন্নয়ন কাজের জন্য ১৪,১৩,৮৮৭/-(চৌদ্দ লক্ষ তের হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অর্থাৎ ৯.৯৯% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৭। খুলনা জেলা দায়রা জজ আদালত চত্বর এর মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রবেশ গেট পর্যন্ত ও আদালত সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা মেরামত/সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**প্রশাসক** খুলনা জেলা দায়রা জজ আদালত চত্বর এর মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রবেশ গেট পর্যন্ত ও আদালত সংলগ্ন পূর্ব পাশের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে ব্যাখ্যা দেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী কেসিসি** বলেন, আগামী ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শন করবেন। এই আদালতের চত্বরের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রবেশ গেট পর্যন্ত ও আদালত সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তার অবস্থা ঠিক নেই। এই রাস্তা দিয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে প্রবেশ করবেন। উক্ত রাস্তা আদালতের লোকজনসহ জনসাধারণও ব্যবহার করে। তাই এ রাস্তাটি মেরামত/সংস্কার করার জন্য কেসিসি'র নিকট সিনিয়র সহকারী জজ এবং ভারপ্রাপ্ত জজ, নেজারত শাখা, জেলা জজ আদালত, খুলনা জনাব মোঃ রশিদুল আলম মহোদয় আবেদন করেছেন। এখন টেন্ডার দিয়ে রাস্তা মেরামত/সংস্কার করার সময় নেই। টেন্ডার দিয়ে রাস্তা ঠিক করতে হলে ১১ই এপ্রিল ২০২৫ এর আগে রাস্তা মেরামত করা সম্ভব না। তাই ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড (DPM) প্রক্রিয়ায় রাস্তাটি মেরামত করতে হবে। আইনে আছে ৭৬ এর 'ট' ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের কোথাও সফর করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যদি জরুরি কাজ করার প্রয়োজন হয় তবে বিনা টেন্ডারে কাজ সম্পন্ন করা যাবে। উক্ত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সভায় বিষয়টি অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **প্রশাসক** বলেন, মহামান্য প্রধান বিচারপতির আগমন উপলক্ষ্যে উক্ত রাস্তাটি মেরামত/সংস্কার করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা জেলা দায়রা জজ আদালত চত্বর এর মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রবেশ গেট পর্যন্ত ও আদালত সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বের উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা এস্টিমেট মূল্য নির্ধারণ পূর্বক মেরামত/সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৮। পুরাতন নগর ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত কেসিসি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির কক্ষ মেরামত বাবদ ১,৮৬,১৩৪/-(এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত চৌত্রিশ) টাকা সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ),** পুরাতন নগর ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত কেসিসি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির কক্ষ মেরামত বাবদ ১,৮৬,১৩৪/-(এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত চৌত্রিশ) টাকা সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি বলেন,** পুরাতন নগর ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত কেসিসি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির কক্ষটি মেরামত করা প্রয়োজন এবং মেরামত বাবদ ১,৮৬,১৩৪/-(এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত চৌত্রিশ) টাকা কোন ফান্ড থেকে ব্যয় করা যাচ্ছে না বিধায় সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করার অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পুরাতন নগর ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত কেসিসি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির কক্ষ মেরামত বাবদ ১,৮৬,১৩৪/-(এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত চৌত্রিশ) টাকা সাধারণ তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৯। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২২টি মোড়ের উন্নয়ন ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমান হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে তিনি একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় শহর সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে ২২টি মোড় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ খুলনা এবং কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের RDCU বিভাগের পরামর্শে ও বাস্তবতার নিরিখে মোড়সমূহে ডিজাইন অনুসারে কাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে বিধায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে পরবর্তীতে এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
২০। ইতোপূর্বে সাধারণ সভায় অনুমোদিত পদসহ জরুরি ভিত্তিতে পূর্ত বিভাগে ২ (দুই) জন সার্ভেয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)** ইতোপূর্বে সাধারণ সভায় অনুমোদিত পদসহ জরুরি ভিত্তিতে পূর্ত বিভাগে ২(দুই) জন সার্ভেয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** বলেন, পূর্ত বিভাগে ২ (জন) সার্ভেয়ার নিয়োগ দেওয়া খুবই প্রয়োজন, তা না হলে পূর্ত বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই তিনি দুইজন সার্ভেয়ার নিয়োগ দেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, পূর্ত বিভাগে দুই জন সার্ভেয়ার নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি কেসিসির প্রশাসক মহোদয়ের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ইতোপূর্বে সাধারণ সভায় অনুমোদিত পদসহ জরুরি ভিত্তিতে পূর্ত বিভাগে ০২ (দুই) জন সার্ভেয়ার নিয়োগ প্রদানের জন্য কেসিসির প্রশাসকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২১। পূর্ত বিভাগে কর্মরত দক্ষ মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ অন্যদের তুলনায় কম বেতন পাওয়ায় তাদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব সেলিমুল আজাদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), কেসিসি** বলেন, পূর্ত বিভাগে কর্মরত দক্ষ মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা বেতন পান। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাস্টাররোল শ্রমিকরা ১৮,০০০/-(আঠার হাজার) টাকা মাসিক বেতন পান। এটা অমানবিক এবং তাদের চেয়ারের একটা সম্মানের ব্যাপার। এক্ষেত্রে টেকনিক্যাল পারসন হিসেবে ও পদ মর্যাদার কথা বিবেচনা করে মাস্টাররোল প্রকৌশলীদের বেতন বেশি হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই তাদের বেতন বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি** বলেন, বিভিন্ন সময়ে জেনারেল মিটিং এর মাধ্যমে মাস্টাররোল শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ১,৫০০ টাকা বা ২,০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মাস্টাররোল প্রকৌশলীদের বেতন একই রকম রয়ে গেছে, তাদের বেতন বাড়ানো হয় নাই। তাদের বেতন বাড়ানো একান্ত দরকার। **জনাব উজ্জল কুমার সাহা, স্টোর সুপার, কেসিসি** বলেন, যখন মাস্টাররোল শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা ছিল তখন মাস্টাররোল প্রকৌশলীদের মাসিক বেতন ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ধার্য হয়েছিল। পরবর্তীতে মাস্টাররোল শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে ১৮,০০০/-(আঠার হাজার) টাকা করা হয়েছে, কিন্তু মাস্টাররোল প্রকৌশলীদের বেতন সেই ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকাই রয়ে গেছে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী কেসিসি বলেন, মাস্টাররোল প্রকৌশলীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্বেও আলোচনা হয়েছিল এবং এটা পজেটিভ। তিনি তাদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। **জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,** কেসিসি'র মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন সর্বনিম্ন ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, প্রধান প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে এবং প্রশাসক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কেসিসির মাস্টাররোল উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বেতন বৃদ্ধি করে মাসিক ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২২। পিটিআই মোড়ে ওভারব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্তে সওজ এর রাস্তা খনন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)** পিটিআই মোড়ে ওভারব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্তে সওজ এর রাস্তা খনন বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি সভায় এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে ২২টি মোড়ের উন্নয়ন এর মধ্যে পিটিআই মোড়ে ওভারব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্তে সওজ এর রাস্তা খনন এর বিষয়টি অন্যতম। যেহেতু উল্লিখিত প্রকল্প সম্পর্কে সওজ এর সাথে কেসিসি'র পৃথক সভা হচ্ছে, সেহেতু উক্ত সভার সিদ্ধান্তই আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পিটিআই মোড়ে ওভারব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্তে সওজ এর সাথে কেসিসি'র পৃথক সভার সিদ্ধান্তই অত্র আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২৩। জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক,আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক, আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। কেসিসি'র **প্রশাসক**সহ উপস্থিত সকলেই জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক, আইটি ম্যানেজার, কেসিসি এর চাকুরির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জনাব শেখ হাসান হাসিবুল হক,আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
২৪। জনাব মো: রিদওয়ানুর রহমান, সহকারী আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** জনাব মো: রিদওয়ানুর রহমান, সহকারী আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। কেসিসির **প্রশাসক**সহ উপস্থিত সকলেই জনাব মো: রিদওয়ানুর রহমান, সহকারী আইটি ম্যানেজার, কেসিসি এর চাকুরির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মো: রিদওয়ানুর রহমান, সহকারী আই.টি ম্যানেজার (খন্ডকালীন) এর চাকুরির মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২৫। সরকারি আদেশের আলোকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে কর্মরত কর্মাচারীগণের দৈনিক ভিত্তিক (অতিরিক্ত খাটুনির বিল) টিফিন ভাতা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, তার দপ্তরে কর্মরত কর্মচারী (১) জনাব মো: মিজানুর রহমান, নিম্নমান সহকারী, বর্তমানে সি.এ. টু প্রণিক হিসেবে কর্মরত (২) জনাব মো: রাজিবুল ইসলাম, অফিস সহায়ক (৩) জনাব মো: আরিফ হাসান, অফিস সহায়ক হিসাবে কর্মরত মাস্টাররোল শ্রমিক (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) এবং (৪) জনাব মোঃ আলামিন শরীফ, অফিস সহায়ক হিসাবে কর্মরত মাস্টাররোল শ্রমিক (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কে বিধি মোতাবেক টিফিন ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। কেসিসির প্রশাসকসহ উপস্থিত সকলেই বর্ণিত টিফিন ভাতা বিধি মোতাবেক প্রদানে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারি আদেশের আলোকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীগণ (১) জনাব মো: মিজানুর রহমান, নিম্নমান সহকারী, বর্তমানে সি.এ. টু প্রণিক হিসেবে কর্মরত (২) জনাব মো: রাজিবুল ইসলাম, অফিস সহায়ক (৩) জনাব মো: আরিফ হাসান, অফিস সহায়ক হিসাবে কর্মরত মাস্টাররোল শ্রমিক (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) এবং (৪) জনাব মোঃ আলামিন শরীফ, অফিস সহায়ক হিসাবে কর্মরত মাস্টাররোল শ্রমিক (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) এর দৈনিক ভিত্তিক টিফিন ভাতা (অতিরিক্ত খাটুনির বিল) বিধি মোতাবেক প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
২৬। বিবিধ-০১:	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি** বলেন, ঢাকাস্থ দারাজ বাংলাদেশ লিঃ মাসিক চুক্তি ভিত্তিক কেসিসি পেট্রোলিয়াম হতে ক্রেডিট স্লিপের মাধ্যমে প্রতিমাসে আনুমানিক ৪০০ লিটার জ্বালানী তেল নেয়ার প্রস্তাব করেছেন। তারা কেসিসি পেট্রোল পাম্পের সকল শর্তাবলী মেনে জ্বালানী গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করেছেন। তাদের আবেদন বিবেচনা করে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা জামানত নিয়ে ক্রেডিট জ্বালানী দেয়া যেতে পারে মর্মে প্রস্তাব প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। উপস্থিত সকলেই কেসিসির অনুকূলে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা জামানত সাপেক্ষে দারাজ বাংলাদেশ লিঃ, আসফিয়া টাওয়ার, হাউজ নং-৭৬, রোড নং-১১, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩-কে ক্রেডিট জ্বালানী তেল সরবরাহ করার জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসির অনুকূলে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা জামানত সাপেক্ষে দারাজ বাংলাদেশ লিঃ, আসফিয়া টাওয়ার, হাউজ নং-৭৬, রোড নং-১১, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩ কে ক্রেডিট জ্বালানী তেল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও যানবাহন (গ্যারেজ) শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-০২:	**জনাব মুহাম্মদ আনিচুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) কেসিসি** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গ্যারেজ শাখার অকেজো ও পরিত্যাক্ত যানবাহন এবং পুরাতন মালামাল সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) কেসিসি** বলেন, গ্যারেজ শাখার অকেজো ও পরিত্যাক্ত যানবাহন এবং পুরাতন মালামাল টেন্ডারের মাধ্যমে নিলামে বিক্রির জন্য প্রধান প্রকৌশলী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গ্যারেজ শাখার অকেজো ও পরিত্যাক্ত যানবাহন এবং পুরাতন মালামাল টেন্ডারের মাধ্যমে নিলামে বিক্রির জন্য প্রধান প্রকৌশলী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও যানবাহন (গ্যারেজ) শাখা
বিবিধ-০৩:	**জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) (চ:দা:), কেসিসি** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের হেড অফিসের জন্য একটি জেনারেটর ক্রয় করা প্রয়োজন। পুরাতন জেনারেটরটি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু বর্তমানে কেসিসি-তে ৩৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন। তাই নগর ভবনে (হেড অফিসে) বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তিনি ৩৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর ক্রয়ের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নগর ভবনের হেড অফিসে বিদ্যুৎ সবরাহের জন্য ৩৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, বিদ্যুৎ শাখা ও হিসাব বিভাগ
বিবিধ-০৪:	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি** বলেন, জনাব শেখ হাজিজুর রহমান হাফিজ, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি এর চলমান পিআরএল এবং ভূতাপেক্ষিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইবার আবেদন, জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি এর পদোন্নতি ও ভূতাপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার আবেদন এবং জনাব শেখ শফিকুল হাসান, বাজার সুপার, কেসিসি এর পদোন্নতি ও ভূতাপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে জনাব শেখ হাজিজুর রহমান হাফিজ, চীফ এ্যাসেসর, কেসিসি এর চলমান পিআরএল এবং ভূতাপেক্ষিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইবার আবেদন, জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি এর পদোন্নতি ও ভূতাপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার আবেদন এবং জনাব শেখ শফিকুল হাসান, বাজার সুপার, কেসিসি এর পদোন্নতি ও ভূতাপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার আবেদনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-০৫:	**জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি,** বলেন ওয়ার্ডে দ্রুত নাগরিক সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক ওয়ার্ডে জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদানে কম্পিউটার ভাল জানে এমন লোকের কমতি আছে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে কমিটি গঠনসহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যৌক্তিকভাবে যে সব ওয়ার্ডে দক্ষ কম্পিউটার অপারেটর দরকার সেই সব ওয়ার্ডে দক্ষ কম্পিউটার অপারেটর দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ার্ডে দ্রুত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে কমিটি গঠন পূর্বক যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ওয়ার্ডে দক্ষ কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।	বিদ্যুৎ শাখা, আইটি শাখা ও প্রশাসনিক শাখা
বিবিধ-০৬:	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), কেসিসি** বলেন, নূর নগর বিভাগীয় কমিশনার অফিস গেট হতে এজি অফিস পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য ৪৪,২০,৬৪২.৭০/-(চুয়াল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ দশমিক সত্তুর) টাকা অর্থাৎ ১০.৯৮% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস করার জন্য অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নূর নগর বিভাগীয় কমিশনার অফিস গেট হতে এজি অফিস পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজের জন্য ৪৪,২০,৬৪২.৭০/-(চুয়াল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ দশমিক সত্তুর) টাকা অর্থাৎ ১০.৯৮% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
বিবিধ-০৭:	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), কেসিসি** বলেন, যশোর রোডের উভয় পার্শ্বে (ডাকবাংলো হতে জোড়াগেট পর্যন্ত) কাজের জন্য ৫৫,০০,০০০/-(পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা অর্থাৎ ৪% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে যশোর রোডের উভয় পার্শ্বে (ডাকবাংলো হতে জোড়াগেট পর্যন্ত) কাজের জন্য ৫৫,০০,০০০/-(পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা অর্থাৎ ৪% অতিরিক্ত ব্যয় রিভাইস অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
বিবিধ-০৮:	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)** প্রেস ক্লাবের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি ২টন এয়ার কুলার ক্রয় বাবদ ভ্যাটসহ ৭৮,৪৯০/-(আটাত্তর হাজার চারশত নব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেস ক্লাবের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি ২টন এয়ার কুলার ক্রয় বাবদ ভ্যাটসহ ৭৮,৪৯০/-(আটাত্তর হাজার চারশত নব্বই) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-০৯:	**জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) (চ:দা:),** কেসিসি'র প্রধান দপ্তর/ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ মিস্ত্রী/শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য ৮৪ টি রেইনকোট ক্রয় বাবদ ১,৪৭,০০০/-(এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদন করার অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র প্রধান দপ্তর/ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ মিস্ত্রী/শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য ৮৪টি রেইনকোট ক্রয় বাবদ ১,৪৭,০০০/-(এক লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা
বিবিধ-১০:	**প্রশাসক** সভাকে জানান যে, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারীরা বৈশাখী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তাদের উক্ত আবেদন বিবেচনা করে তিনি তাদের মাসিক বেতনের ১০% অর্থ বৈশাখী ভাতা হিসেবে অনুদান প্রদানের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাস্টাররোল (নো-ওয়ার্ক-নো-পে) কর্মচারীদের অনুকূলে তাদের মাসিক বেতনের ১০% অর্থ বৈশাখী ভাতা হিসেবে অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ
বিবিধ-১১:	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), কেসিসি বলেন,** নতুন বাজার চর সাত ভাই গলির টয়লেট মেরামতসহ বিভিন্ন কাজের ৯,৪০,৫০০/-(নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার প্রকল্পটির ৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে সত্ত্বেও তৎকালীন মেয়র মহোদয় কাজটির কার্যাদেশ বাতিল করে দেন এবং ঠিকাদারকে কোন বিল প্রদান করা হয় নাই। ইতোমধ্যে ৫/৬ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং ঠিকাদার অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। কাজটি পরিদর্শন করে দেখা যায় ৭০% কাজের বিল প্রদান করা সম্ভব। প্রকল্পটির কার্যাদেশ মূল্য ৯,৪০,৫০০/-(নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এর ৭০% দাড়ায় ৮,৯৩,৪৭৫/-(আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত পচাত্তর) টাকা। ঠিকাদারের মৃত্যুতে মানবিক কারণে আবেদনকারীকে ৭০% বিল প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন বাজার চর সাত ভাই গলির টয়লেট মেরামতসহ বিভিন্ন কাজের কার্যাদেশ মূল্য ৯,৪০,৫০০/-(নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার ৭০% বিল ঠিকাদারকে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-১২:	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), কেসিসি বলেন,** দুর্নীতি দমন কমিশন, সম্বনিত জেলা কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক খুলনা সিটি কর্পোরশনের ৭টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (১) মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স (২) মেসার্স টুটুল এন্ড কোং (৩) মেসার্স তাজুল ইসলাম (৪) আজাদ ইঞ্জিনিয়ার্স (৫) শাহীদ এন্টার প্রাইজ (প্রাঃ) (লিঃ) (৬) মেসার্স রোজা এন্টার প্রাইজ (৭) মেসার্স রহমান এন্ড ব্রাদার্স এর চলমান ও সমাপ্তকৃত কাজের যাবতীয় তথ্য প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্রের আলোকে দুদক বরাবর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে চূড়ান্ত বিলের ৮৫% অর্থ পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বর্ণিত ৭টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের (কোভিড-১৯ প্রকল্প বাদে) অনুকূলে বিলের ৮৫% অর্থ পরিশোধ করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। কারণ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে রেখে দেয়া বিলের ১৫% ও সিকিউরিটির ১০% এর মাধ্যমে সমন্বয় হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (১) মেসার্স হোসেন ট্রেডার্স (২) মেসার্স টুটুল এন্ড কোং (৩) মেসার্স তাজুল ইসলাম (৪) আজাদ ইঞ্জিনিয়ার্স (৫) শাহীদ এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) (লিঃ) (৬) মেসার্স রোজা এন্টারপ্রাইজ (৭) মেসার্স রহমান এন্ড ব্রাদার্স এর সমাপ্তকৃত কাজের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কোভিড-১৯ প্রকল্প বাদে) এর অনুকূলে চূড়ান্ত বিলের ৮৫% অর্থ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
বিবিধ-১৩:	**জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান, রাজস্ব অফিসার এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার, কেসিসি,** বলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল, টোল ও মক্তব এর প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক ২,২০০/-(দুই হাজার দুইশত) টাকা এবং সহকারি শিক্ষকগণের ২,১৭৬/-(দুই হাজার একশত ছিয়াত্তর) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এই সামান্য ভাতায় তাদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে বিধায় তাদের মাসিক ভাতা বাড়িয়ে ন্যূনতম ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা প্রদানের জন্য তারা ২৬/১১/২০২৪খ্রি: তারিখে স্বাক্ষরিত একটা আবেদন করেছে। তাদের এ আবেদন বিবেচেনা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল, টোল ও মক্তব এর শিক্ষকগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-১৪:	**জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান খান, কঞ্জারভেন্সি অফিসার বলেন,** ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের সোনাডাঙ্গা থেকে বয়রা মোড় পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের কিছু ইউনিপোল ছিল। দীর্ঘদিন তারা ট্যাক্স দেয় না বিধায় ১০(দশ) লক্ষ টাকার উপরে বিজ্ঞাপন কর কেসিসি পাবে। এক পর্যায়ে তারা তাদের এ্যাসেট ফেলে চলে গিয়েছে। যে এ্যাসেটটি রয়েছে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করার কথা হয়েছিল। যদি উক্ত কমিটি বাতিল হয়ে যায় তবে ট্যাক্সের বাকি ১০(দশ) লক্ষ টাকা ও বিজ্ঞাপন পোলগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের ফেলে যাওয়া এ্যাসেট এর মূল্য নির্ধারণ এবং কেসিসি'র পাওনা বিজ্ঞাপন কর তা দিয়ে উসুল হয় কি না ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে: কমিটি : (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। (২) চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি। (৩) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের সোনাডাঙ্গা থেকে বয়রা মোড় পর্যন্ত মিড আইল্যান্ডে রেখে যাওয়া এ্যাসেট এর মূল্য নির্ধারণ এবং কেসিসি'র বিজ্ঞাপন কর বাবদ পাওনা তা দিয়ে উসুল হয় কি না ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: কমিটি : (১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কেসিসি। (২) চীফ প্লানিং অফিসার, কেসিসি। (৩) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি।	পূর্ত বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ
বিবিধ-১৫:	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** জুলাই বিপ্লব ২০২৪ এর নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এবং বিডি সমাচার এর ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'বিডি সমাচার ২৪ ডটকম' স্মরণিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, উক্ত স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যয় হবে। এটি অনলাইন ও প্রিন্টেড আকারে প্রকাশিত হবে। উক্ত স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উপস্থিত সকলেই উল্লিখিত স্মরণিকায় কেসিসি'র বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "বিডি সমাচার ২৪ ডটকম" স্মরণিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার) টাকা ব্যয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা ও হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮-২৫-২৭২

তারিখ- ২৫/৬/২৫ খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।
১। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

২৫/৬/২০২৫
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর৪৬-.১৩.০০০০.০০৯. ০৬-০০৮-২৫-২৭২(৭)

তারিখ-২৫/৬/২৫ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ.টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৫/৬/২০২৫
মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।